



ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১২

২৮ ডিসেম্বর ২০১২

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-এর গবেষণা/ জরিপ

- Corruption Perceptions Index (CPI)
- Bribe Payers' Index (BPI)
- Corruption Barometer
- Global Corruption Report (GCR)
- National Integrity System (NIS) Assessments

দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই)

- বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, ব্যবসায় ও প্রশাসনে দুর্নীতির বিস্তারের ওপর ধারণার তুলনামূলক প্রতিফলন
- ১০-১৫টি আন্তর্জাতিক সংস্থার দ্বারা সম্পন্ন জরিপের ভিত্তিতে তৈরি সূচক
- এর আওতা মূলত জাতীয় পর্যায়ে বড় আকারের দুর্নীতি (Grand Corruption)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর গবেষণা/ জরিপ

- ডায়াগনস্টিক গবেষণা
- জাতীয় খানা জরিপ
- পার্লামেন্ট ওয়াচ
- রিপোর্ট কার্ড জরিপ
- কার্যপত্র ও অন্যান্য জরিপ

জাতীয় খানা জরিপ

- তথ্যদাতাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর নির্ভরশীল
- সেবা খাতে সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলো যে ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়
- এর আওতা ছোট আকারের দুর্নীতি (Petty Corruption)

প্রেক্ষাপট

- ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ছয়টি খানা জরিপ সম্পন্ন
- জরিপে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর সদস্যদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ; সংশ্লিষ্ট খাতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদানে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা এ জরিপে বিবেচনা করা হয়েছে
- জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা: ‘ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার’
- দুর্নীতির আওতা:
 - নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়া (ঘুষ দেওয়া বা দিতে বাধ্য হওয়া)
 - অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ
 - প্রতারণা
 - দায়িত্বে অবহেলা
 - স্বজনপ্রীতি
 - সময়ক্ষেপণ ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানি

খানা জরিপের উদ্দেশ্য

মূল উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- খানাগুলো সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা;
- খানাগুলো বিভিন্ন খাত ও উপখাতে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা; এবং
- দুর্নীতি প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা

জরিপের তথ্য সংগ্রহ

- খানাগুলোর সেবা নেওয়ার সময়কাল: মে ২০১১ থেকে এপ্রিল ২০১২
- জরিপের তথ্য সংগ্রহের সময়কাল: ১৫ মে - ৪ জুলাই ২০১২

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাত

১. শিক্ষা
২. স্বাস্থ্য
৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
৪. ভূমি প্রশাসন
৫. কৃষি
৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা
৭. বিচারিক সেবা
৮. বিদ্যুৎ
৯. ব্যাংকিং
১০. বীমা
১১. কর ও শুল্ক
১২. শ্রম অভিবাসন
১৩. এনজিও
১৪. অন্যান্য (নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি, বিআরটিএ, ওয়াসা, পাসপোর্ট, বিটিসিএল, ডাক ইত্যাদি)

খাত নির্বাচনের যৌক্তিকতা

- দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় গুরুত্ব ও প্রভাব
- টিআইবি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গবেষণায় এসব খাত চিহ্নিত
- শিক্ষা, বিচারিক সেবা, ব্যাংকিং, বীমা, এনজিও ও শ্রম অভিবাসন খাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা অন্তর্ভুক্ত

জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন

- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর Integrated Multi-purpose Sampling Frame (IMPS) ব্যবহার করে Three Stage Stratified Systematic Sampling পদ্ধতিতে পরিচালিত
- পল্লি এলাকায় ৬০% এবং নগর এলাকায় ৪০% নমুনা ধরে বিভিন্ন স্তরে খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত স্তরের (strata) মোট খানাকে Square Root transformation করে নমুনার আকার ৭,০০০ নির্ধারণ
- Non-response ধরে সমন্বয়কৃত (adjusted) নমুনার আকার ৭,৯০৬
- জরিপকৃত মোট খানা: ৭,৯০৬টি; ইউনিয়ন পরিষদ ৪,৬২৪ (৫৮.৫%), পৌরসভা ১,৯৮১ (২৫%), Statistical Metropolitan Area (এসএমএ) ১,৩০১ (১৬.৫%)

জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন

খানা নির্বাচন পদ্ধতি

- **প্রথম পর্যায়:** দেশের সাতটি বিভাগের ৬৪টি জেলায় দৈবচয়নের মাধ্যমে প্রতিটি স্তর থেকে **Primary Sampling Unit (PSU)** পিএসইউ-সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা মহল্লা নির্বাচন; মোট পিএসইউ ৩৫০ (গ্রামাঞ্চল ২১০, শহরাঞ্চল ১৪০)
- **দ্বিতীয় পর্যায়:** পিএসইউ-সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা মহল্লা কয়েকটি **segment**-এ ভাগ করে একটি **segment** দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন এবং ১০০ খানার তালিকা তৈরি (লিঃঃ)
- **তৃতীয় পর্যায়:** ১০০ খানার তালিকা থেকে **Systematic Sampling** এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় ২২টি, পৌরসভা এলাকায় ২৩টি ও সিটি করপোরেশন এলাকায় ২৫টি করে খানা নির্বাচন

বিভাগভিত্তিক খানার বণ্টন

বিভাগ	এসএমএ	পৌরসভা/ সিটি	ইউনিয়ন পরিষদ	মোট খানা
ঢাকা	৫৬৮	৪৩৭	৯৯১	১,৯৯৬
চট্টগ্রাম	৩৪৭	৩২২	৭৪৮	১,৪১৭
রাজশাহী	১৪২	২৫৪	৭২৮	১,১২৪
খুলনা	২৪৪	২৭৯	৬৩৮	১,১৬১
বরিশাল	-	২০৭	৪৮৫	৬৯২
রংপুর	-	২৯৯	৫৯৪	৮৯৩
সিলেট	-	১৮৩	৪৪০	৬২৩
মোট খানা	১,৩০১	১,৯৮১	৪,৬২৪	৭,৯০৬

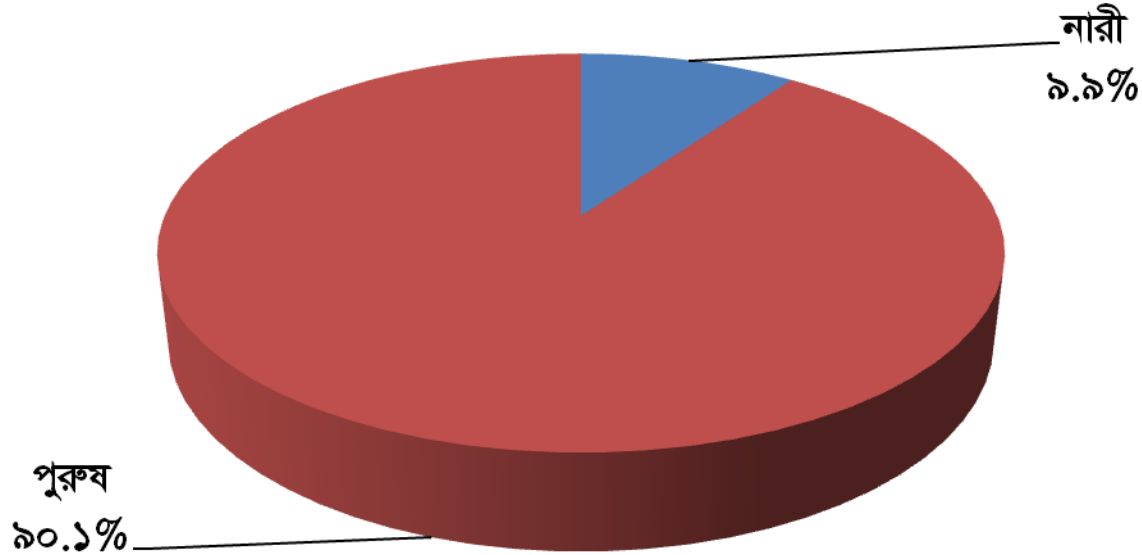
- জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার সংখ্যা ৭,৫৫৪ (৯৫.৫%)
- অনুপস্থিত/ প্রত্যাখ্যান ৩৫২ (৪.৫%)

জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

- জরিপের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তথ্য বিশ্লেষণ টিআইবি'র গবেষণা দলের দ্বারা সম্পন্ন
- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কমপক্ষে স্নাতক ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের তত্ত্বাবধায়ক ও তথ্য সংগ্রাহক হিসেবে নিয়োগ
- তত্ত্বাবধায়ক ও তথ্য সংগ্রাহকারীদের চারদিনব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান; খসড়া প্রশ্নপত্রের ওপর ফিল্ড টেস্ট; ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত
- জরিপের সময় প্রতিটি দলের সার্বিক পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান
- পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের ১০০% সম্পাদনা
- সার্বিকভাবে ২৯.২% যাচাই (অ্যাকম্পানি চেক ৩৩.৭%, ব্যাক চেক ৩৩.৬%, স্পট চেক ২৯.৭%, টেলিফোন চেক ৫.১%)
- এন্ট্রি সম্পন্ন হওয়ার পর ডাটাবেজ হতে প্রাপ্ত উপাত্ত যাচাই এবং খাত-ভিত্তিক ১০-৩০% প্রশ্নপত্র যাচাই
- জরিপের বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতিসম্পন্ন ছয়জনের বিশেষজ্ঞ দলের সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ

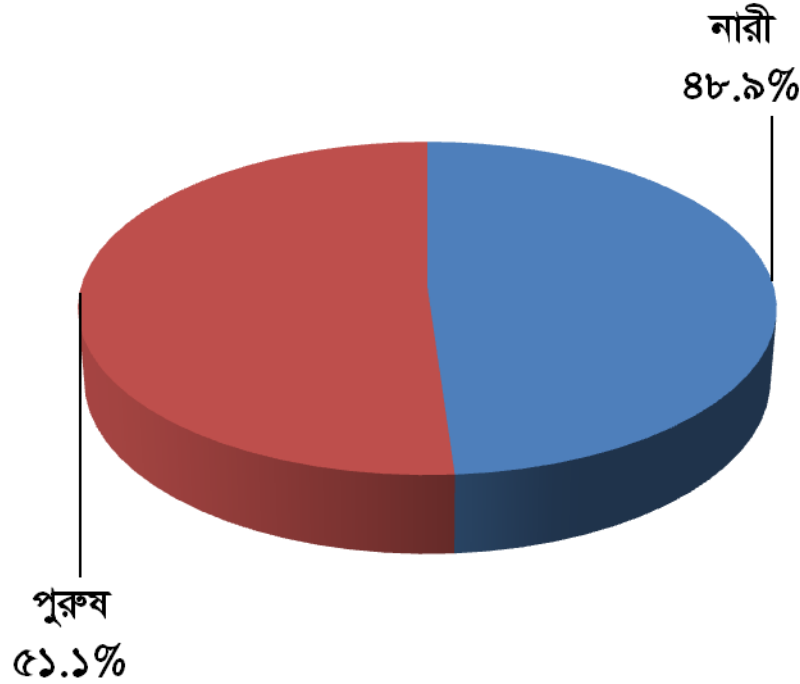
খানার উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক তথ্য

- তথ্যদাতার ধরন: খানাপ্রধান ৬৬.৩%; পরিবারের অন্য সদস্য ৩৩.৭%
- তথ্যদাতার লিঙ্গ: নারী ৩৫.৮%, পুরুষ ৬৪.২%
- তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা: নিরক্ষর ১৩.২%, সাক্ষর ৩১.১%, প্রাথমিক ৩১.৯%, মাধ্যমিক ৯.৭%, উচ্চ মাধ্যমিক ৯.৭%, স্নাতক ও তদূর্ধ্ব ২.৭%, অন্যান্য ১.৭%

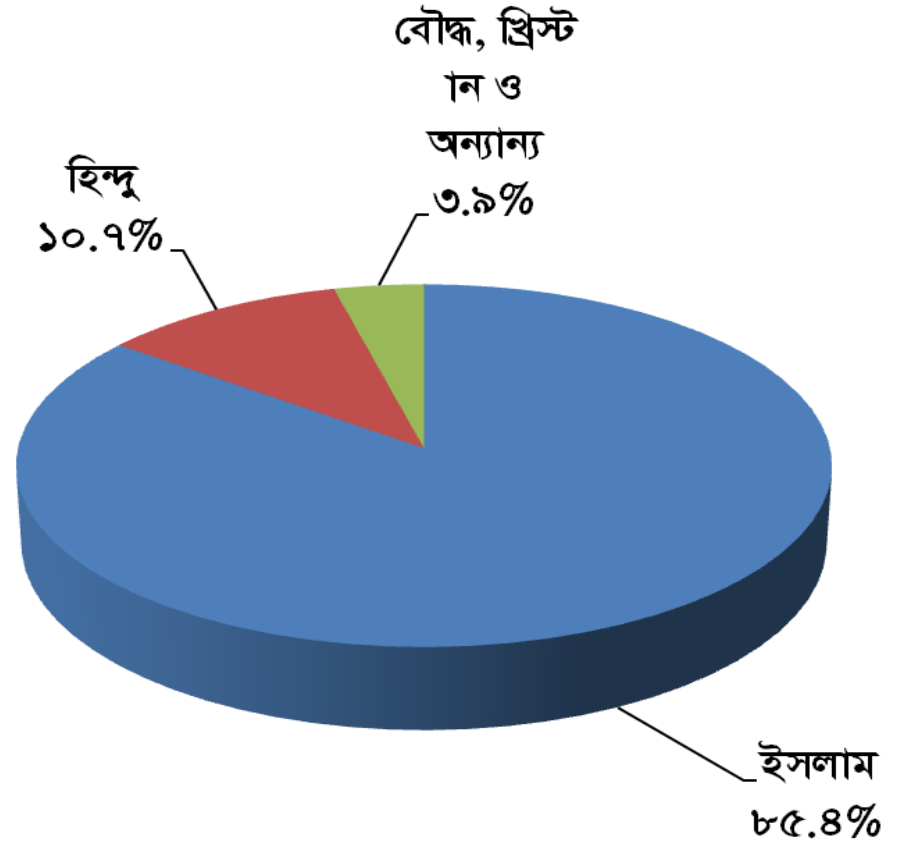


খানাপ্রধানের লিঙ্গ

খানার উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক তথ্য



খানার নারী-পুরুষ অনুপাত

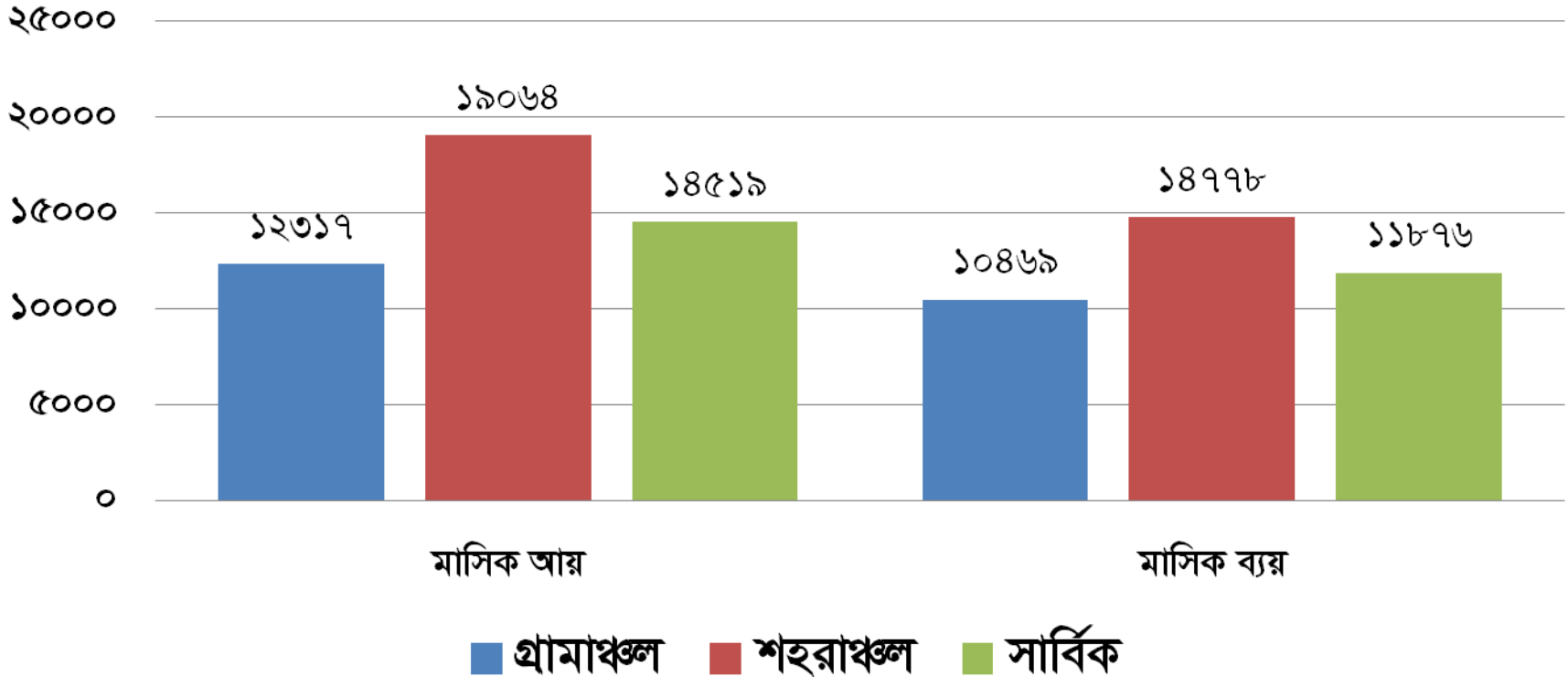


খানাপ্রধানের ধর্ম

খানার উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক তথ্য

- খানাপ্রধানের পেশা: কৃষি ২০.৬%, দিনমজুর/ ক্ষেতমজুর/ রিকশাচালক ২০.৫%, মাঝারি ব্যবসা ৬.৪%, ক্ষুদ্র ব্যবসা ১৪.৯%, বেসরকারি চাকরি ৮.৯%, সরকারি চাকরি ৬.৬%, অবসরপ্রাপ্ত ৫.১%, গৃহিণী ৭.২%, বেকার ২.৩%, পেশাজীবী ২.১%, প্রবাসী ১.২%, অন্যান্য ৪.২%

খানার মাসিক গড় আয় ও ব্যয় (টাকা)



খাত ভেদে সেবা গ্রহণ (%)*

খাত	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
স্বাস্থ্য (n=৫৯৫০)	৭৮.৯	৮২.০	৭৯.৯
শিক্ষা (n=৫৩৫০)	৭০.৪	৭২.৭	৭১.২
স্থানীয় সরকার (n=৩৭৭৮)	৪৪.৮	৫৩.৩	৪৭.৬
বিদ্যুৎ (n=৩৯৭৭)	৩৮.১	৬০.৭	৪৫.৫
ব্যাংকিং (n=৩১৭৫)	৩৬.৬	৬০.৭	৪৪.৫
এনজিও (n=৩০৮৪)	৪০.৬	৩২.৫	৩৭.৯
কৃষি (n=২৬৯৫)	৪১.৬	১২.৩	৩২.০
বীমা (n=১৯৫৯)	২৩.৩	২৬.১	২৪.২
ভূমি প্রশাসন (n=১২৮১)	১৫.৫	১৮.৮	১৬.৬

* শতকরা হার ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

খাত ভেদে সেবা গ্রহণ (%)*

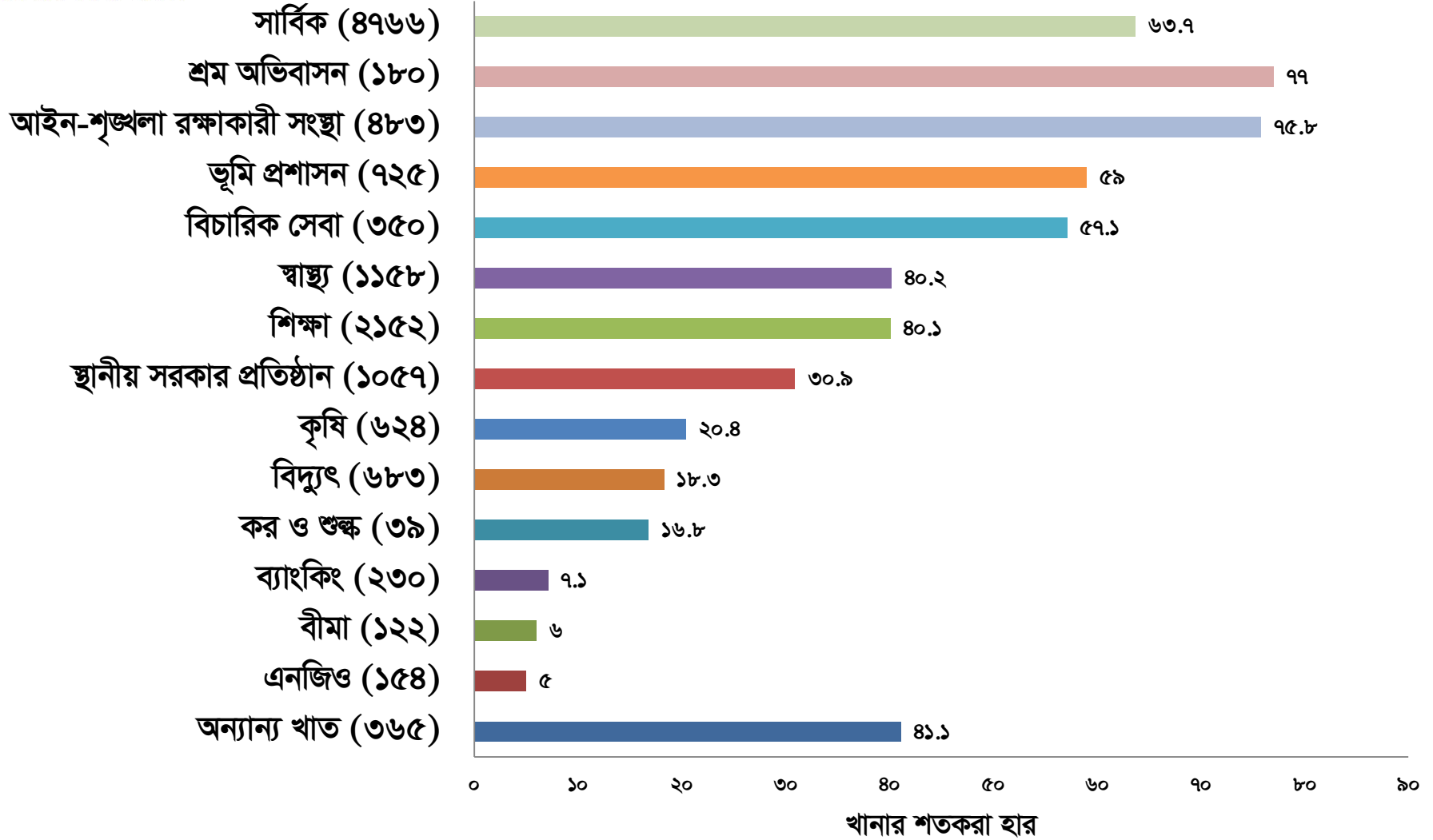
খাত	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (n=৬৬৫)	৮.৮	১০.১	৯.২
বিচারিক সেবা (n=৬৩৫)	৮.৭	৮.৫	৮.৬
শ্রম অভিবাসন (n=২২৬)	৩.২	৩.০	৩.২
কর ও শুল্ক (n=২৩৫)	০.৮	৬.০	২.৫
অন্যান্য (n=৯৩২)**	১০.৭	১৯.৯	১৩.৭
সার্বিকভাবে কোনো না কোনো খাতে সেবা গ্রহণ (n=৭৫৩৪)***	৯৯.৮	৯৯.৬	৯৯.৭

* শতকরা হার ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

** অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে বিআরটিএ, ওয়াসা, পাসপোর্ট, নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি, বিটিসিএল, ডাক ইত্যাদি

*** থানাগুলো গড়ে চারটি খাত থেকে সেবা নিয়েছে

বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার*



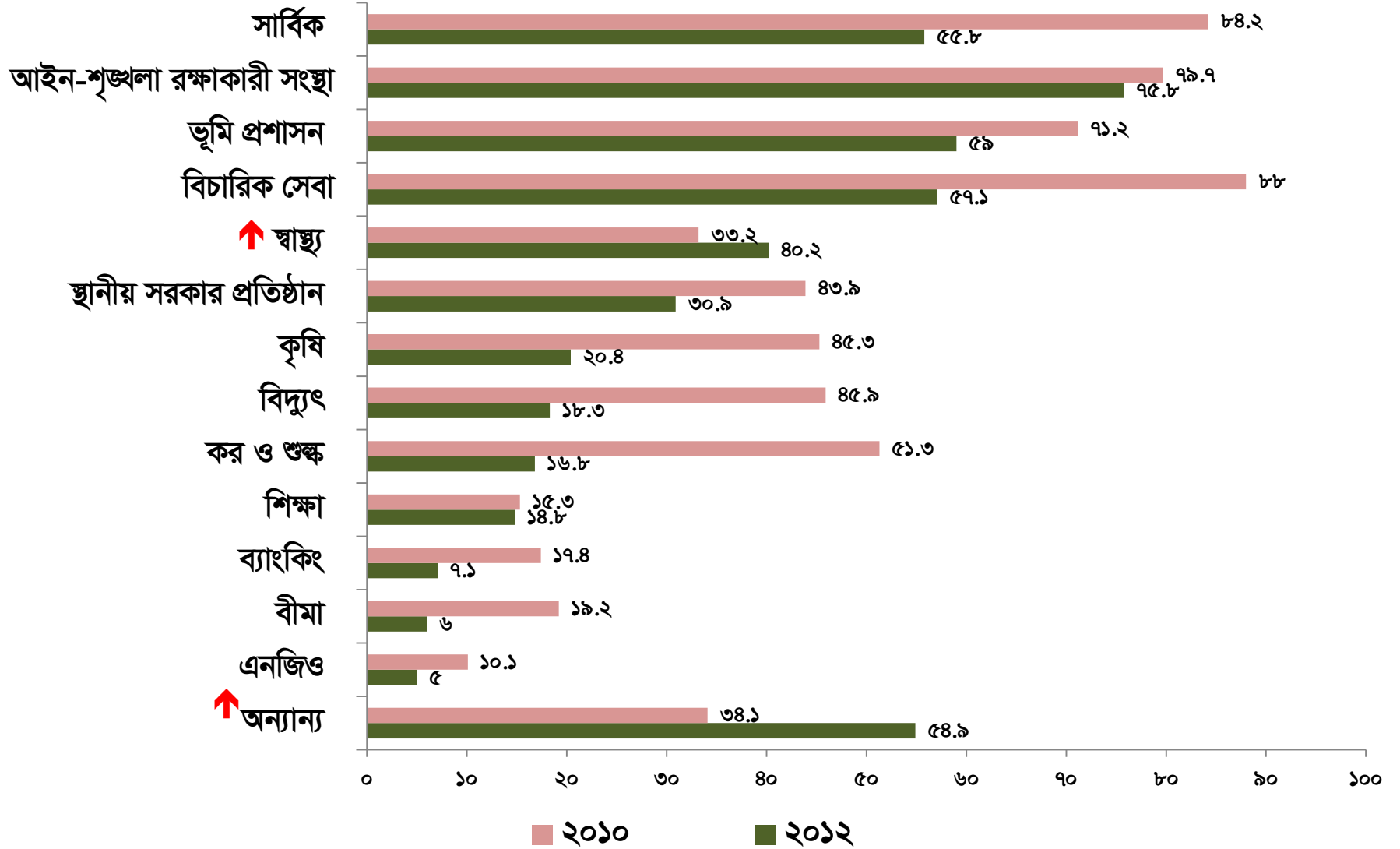
* শতকরা হার ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে; ভর খানা পর্যায়ে দেওয়া হয়েছে

** প্রতিটি খাতের পাশের বন্ধনীতে ঐ খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার সংখ্যা (n) দেওয়া হয়েছে

*** সার্বিকভাবে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের **standard error** +/- ২.০

**** স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত সেবা বিবেচনা করা হয়েছে

খাত ভেদে দুর্নীতির তুলনামূলক চিত্র



* শতকরা হার ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

** একই নির্দেশকের ভিত্তিতে সবগুলো খাতের তুলনা করা হয়েছে

বিভিন্ন খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ

খাত	ঘুষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার (%)*	ঘুষ ও নিয়ম- বহির্ভূত অর্থের গড় (টাকা)**
শ্রম অভিবাসন (n=১৮০)	৭৭.০	১,৯৯,৬৭৬
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (n=৪১১)	৬৬.৯	৭,০৮০
ভূমি প্রশাসন (n=৬৫৯)	৫৪.৮	৭,৮০৭
বিচারিক সেবা (n=২৩৮)	৩৮.১	১১,৭১১
শিক্ষা (n=১৬৪৮)	৩০.৭	১০০
স্থানীয় সরকার (n=৭৮৫)	২৫.৫	৩৯৬
স্বাস্থ্য (n=৫৩৫)	২১.৫	২৫৮
কৃষি (n=৫০০)	১৬.২	২৪৫

* শতকরা হার ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের গড় ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

** সার্বিকভাবে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের *standard error* +/- ২.১

বিভিন্ন খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ

খাত	ঘুষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার (%)*	ঘুষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের গড় (টাকা)**
কর ও শুল্ক (n=৩৩)	১২.৪	৩,৪৮২
বিদ্যুৎ (n=৪৪৩)	১২.০	১,৭২৫
ব্যাংকিং (n=১৬৪)	৪.৯	২,৩১৮
বীমা (n=৬০)	৩.২	৯,২২২
এনজিও (n=৩৭)	১.৬	৮৩১
অন্যান্য (n=১৮০)***	৩৪.০	১০,১৯৩
সার্বিক (n=৩৮৯৫)	৫৩.৩	১৩,০৮৪

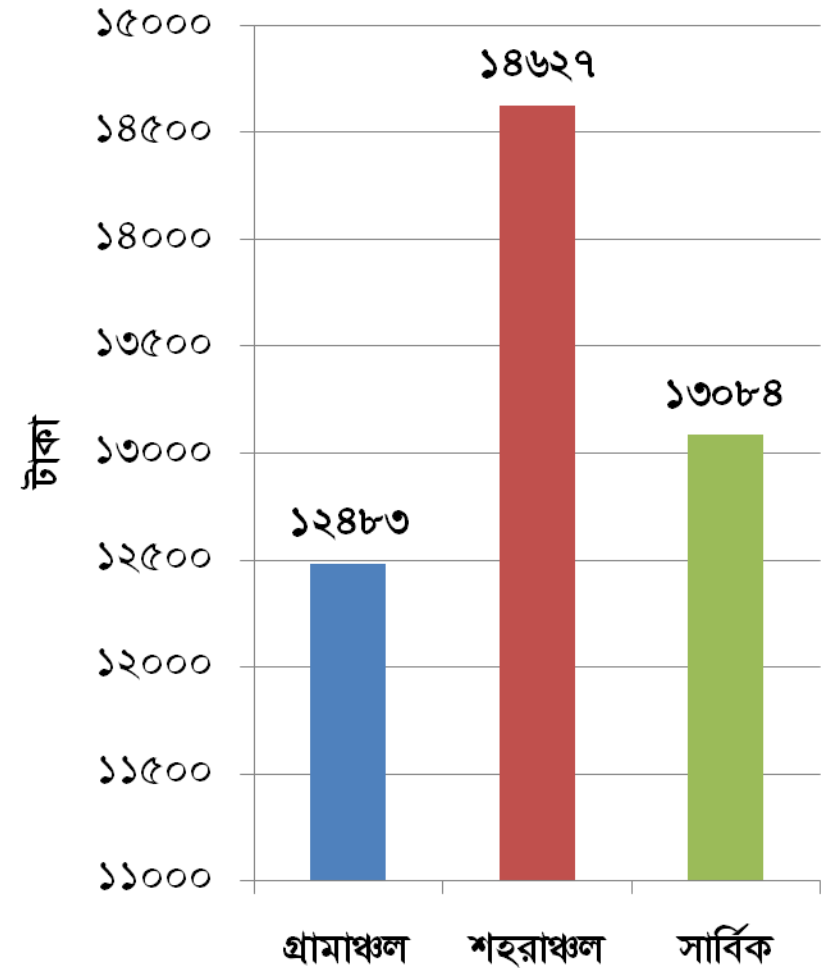
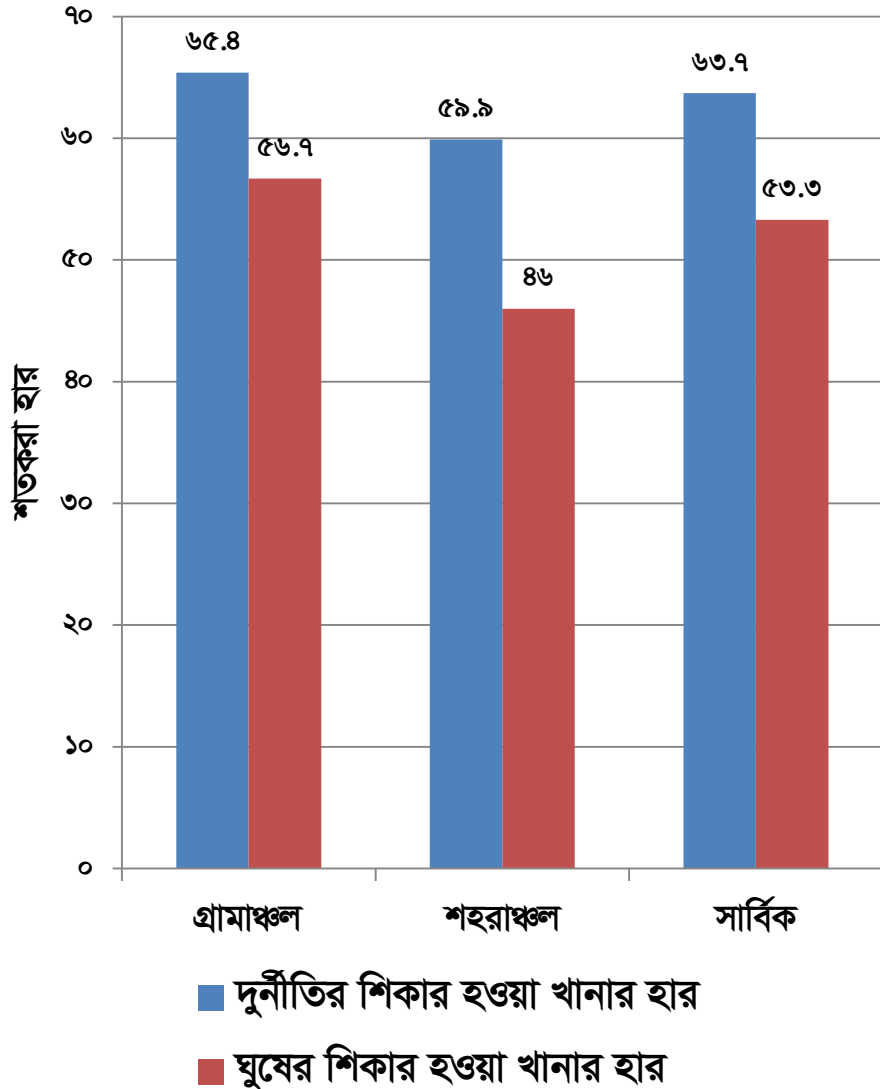
* শতকরা হার ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের গড় ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

** সার্বিকভাবে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের *standard error* +/- ২.১

*** অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে বিআরটিএ, ওয়াসা, পাসপোর্ট, নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি, বিটিসিএল, ডাক ইত্যাদি

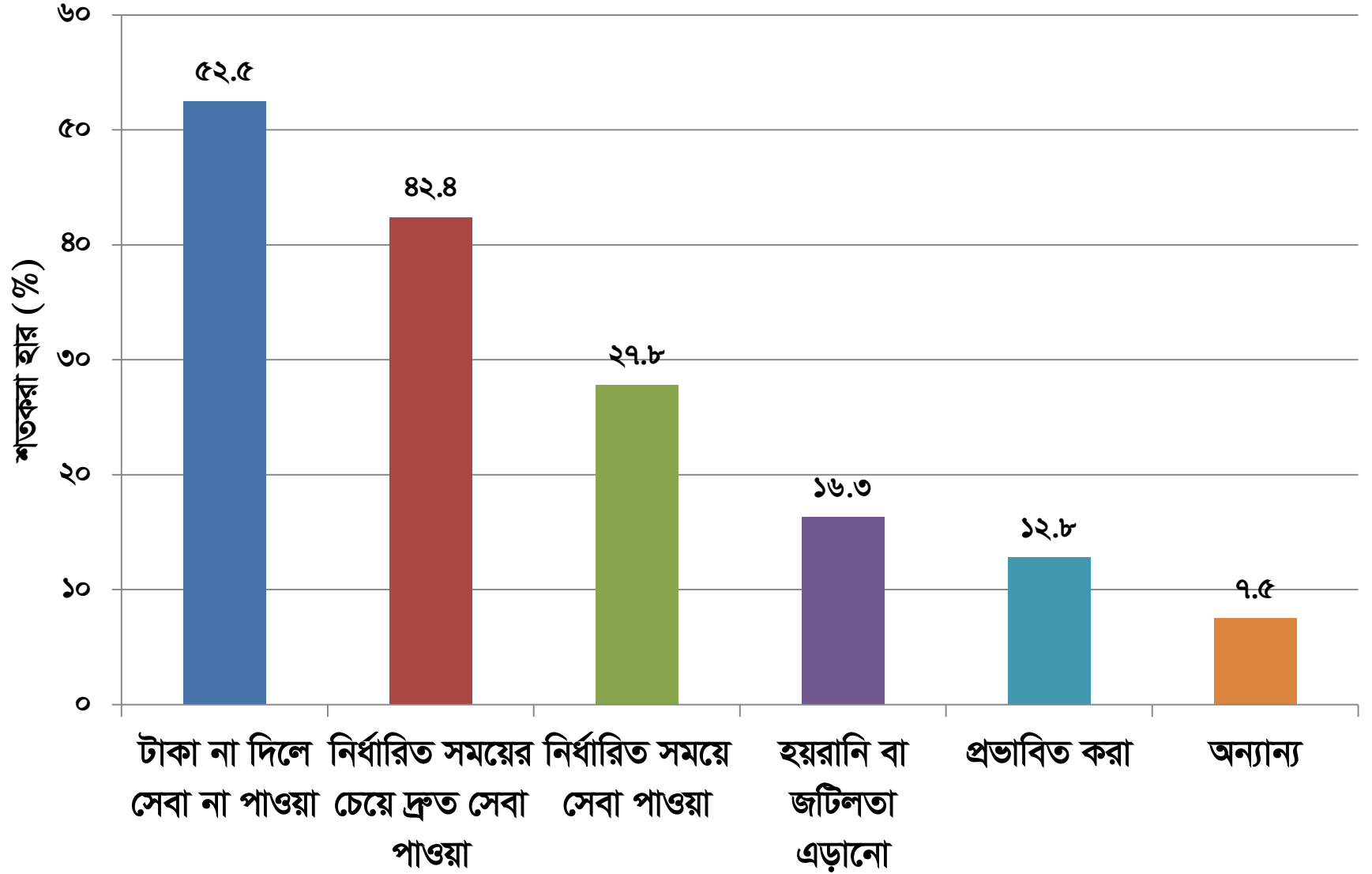


গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল ভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের হার

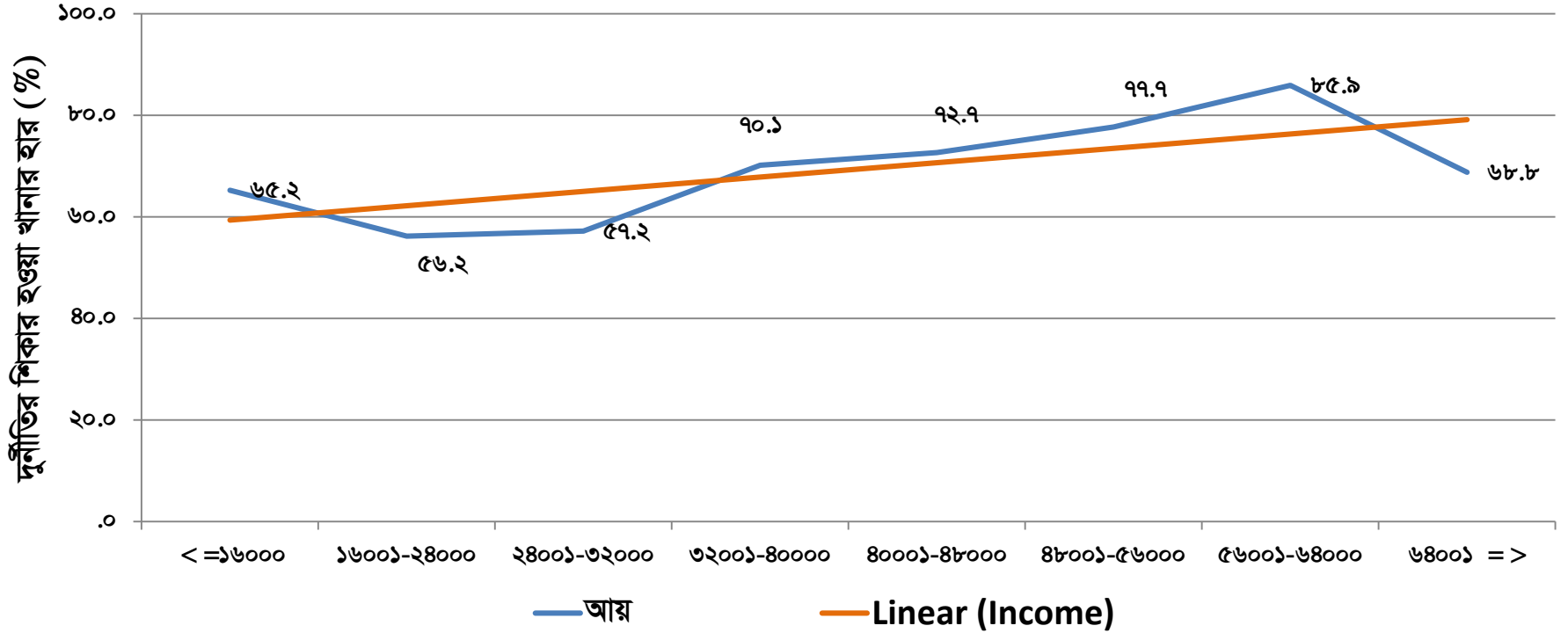


ঘুষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের গড়

ঘুষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ

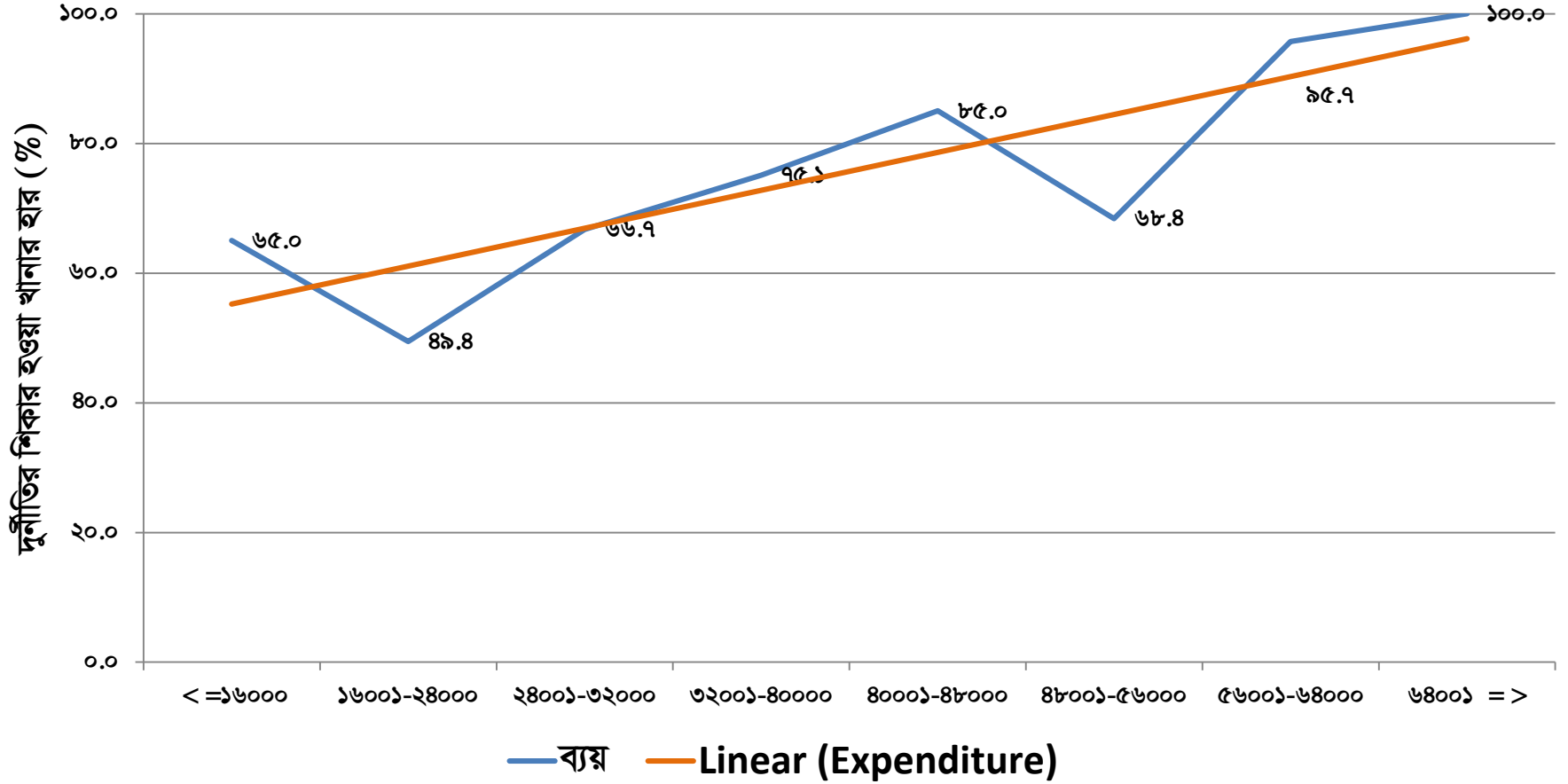


আয়ের শ্রেণি ভেদে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা (%)



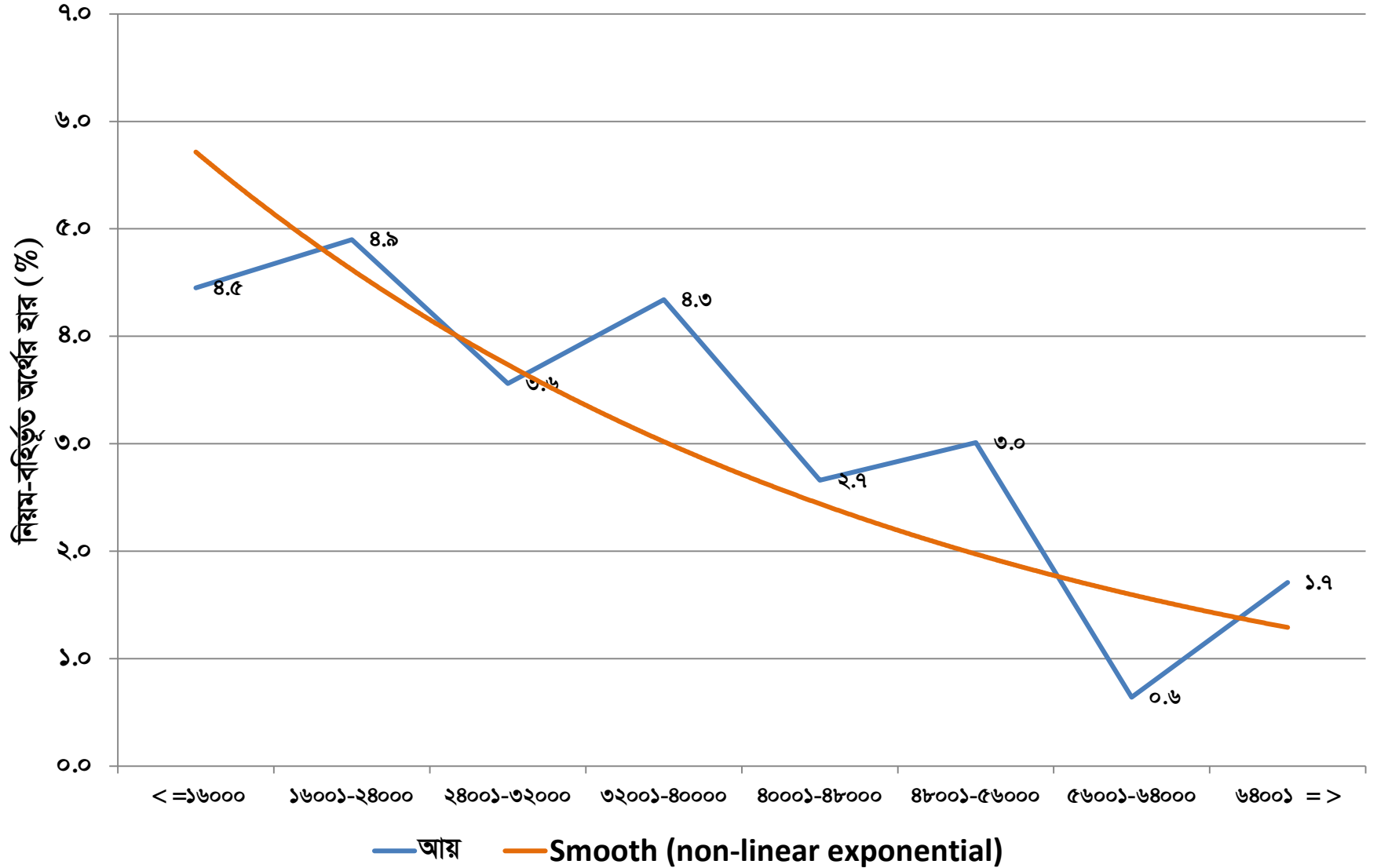
- সর্বনিম্ন আয়ের খানাগুলো গড়ে ৪ টি খাত হতে সেবা নেয়, পক্ষান্তরে সর্বোচ্চ আয়ের খানাগুলো গড়ে ৬ টি খাত হতে সেবা নেয়
- কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, একই খাতের জন্যে উচ্চ আয়ের খানাগুলো অধিক হারে সেবা গ্রহণ করে
- উচ্চতর আয়ের খানাগুলো সাধারণতঃ যেসকল খাত হতে সেবা গ্রহণ করে সেগুলোর দুর্নীতির হারও বেশী
- একথা ধারণা করা অযৌক্তিক নয় যে উচ্চ আয়ের খানাগুলোর ক্ষেত্রে দুর্নীতি বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেবার প্রবণতাও বেশী

ব্যয়ের শ্রেণি ভেদে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা (%)

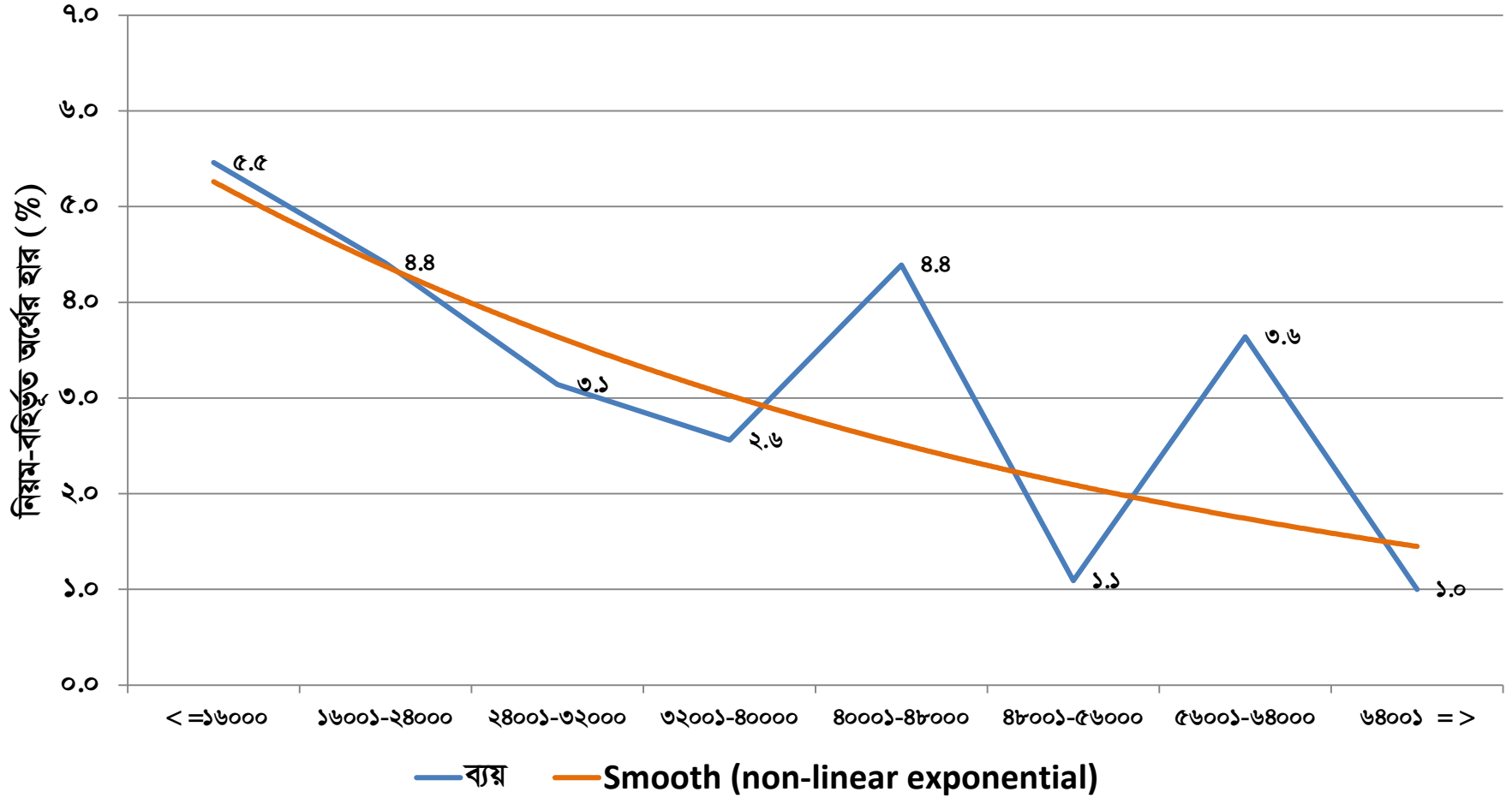


- সর্বনিম্ন ব্যয়ের খানাগুলো গড়ে চারটি খাত হতে সেবা নেয়, পক্ষান্তরে সর্বোচ্চ ব্যয়ের খানাগুলো গড়ে সাতটি খাত হতে সেবা নেয়

আয়ের শ্রেণী ভেদে খানার ঘুষের হার (%)

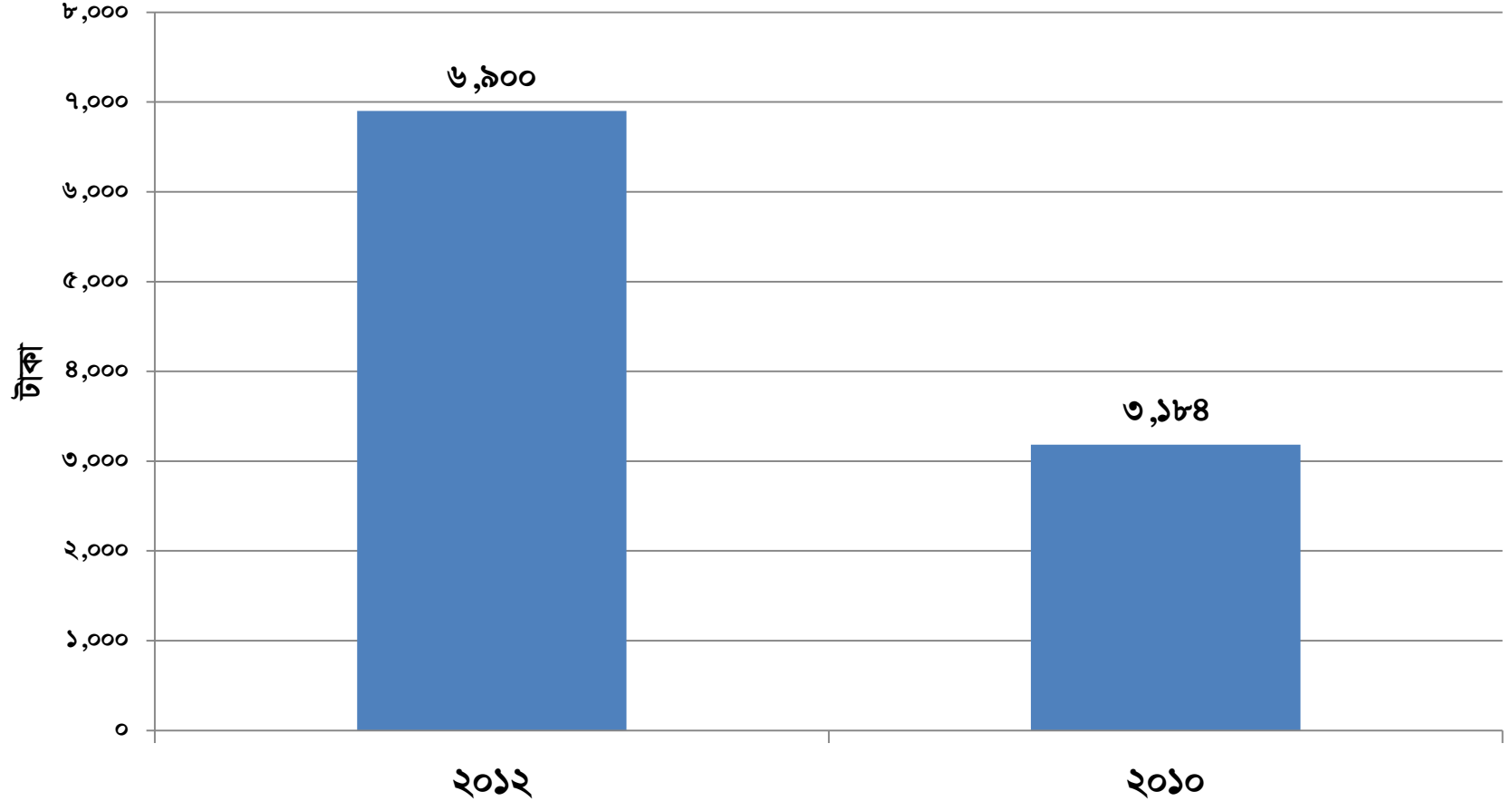


ব্যয়ের শ্রেণী ভেদে খানার ঘুষের হার (%)



- আয় ও ব্যয়ের অনুপাতে প্রদত্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ দরিদ্র খানাগুলির ক্ষেত্রে তুলনামূলক বেশি, এই হিসাবে দুর্নীতির বোঝা তাঁদের ওপরেই অধিক

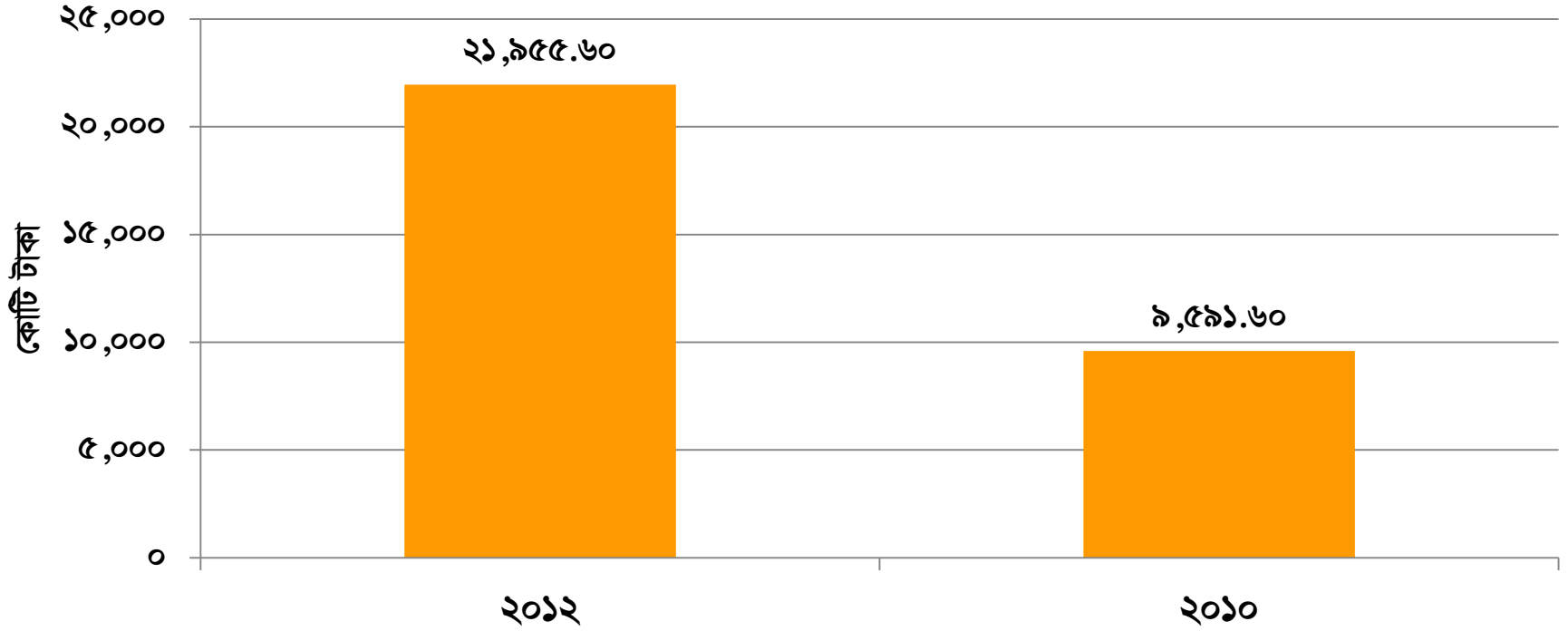
খানাপ্রতি নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের গড় পরিমাণ



* খানাপ্রতি নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের গড় খানা পর্যায়ে ভর দিয়ে প্রাণন করা হয়েছে

মোট নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ: জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলন

মোট নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)



- জাতীয়ভাবে প্রাণিত মোট নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ২০১১-১২ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি'র ২.৪% এবং জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ১৩.৬%
- ২০১০-এর জরিপে জাতীয়ভাবে প্রাণিত মোট নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ছিল ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি'র ১.৪% এবং জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৮.৭%
- বাংলাদেশে মোট খানার সংখ্যা ৩.১৮ কোটি (সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১১)

শ্রম অভিবাসন

- নিয়ম অনুযায়ী অভিবাসন ব্যয় হিসেবে পুরুষদের জন্য সর্বোচ্চ ৮৪,০০০ টাকা ও নারীদের জন্য সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা নির্ধারিত
- এ জরিপে অভিবাসনে ব্যয়িত অতিরিক্ত অর্থ প্রাণলন করার জন্য প্রথমত মোট ব্যয়িত অর্থ থেকে নির্ধারিত সর্বোচ্চ অনুমোদিত অর্থ বিয়োগ করে হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত অভিবাসন বৈধ কিনা অর্থাৎ বৈধ ভিসায় গিয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা হয়েছে
- সেবা গ্রহণ: ৩.২% খানা
- দেশের বাইরে গিয়েছে: ২.৫% খানা থেকে; সবচেয়ে বেশি আরব আমিরাত (৪৩.৫%) ও ওমান (২৪.১%)
- ভিসার ধরন: চুক্তিভিত্তিক নির্দিষ্ট মেয়াদি ভিসা (৮৮.৬%), ফ্রি ভিসা (৬.৯%), ভ্রমণ ভিসা (২.৭%), শিক্ষা ভিসা (০.৯%), হজ্জ/ ওমরা ভিসা (০.৫%), অন্যান্য ধরনের ভিসা (০.৬%)

খাতওয়ারি দুর্নীতি

শ্রম অভিবাসন

- ভিসা কেনার মাধ্যম: পরিবারের সদস্য/ আত্মীয়/ পরিচিত ব্যক্তি (৬৩.৭%), রিক্রুটিং এজেন্সি (২১.৩%), দালাল (১৫.৬%), বোয়েসেল (০.৭%), অন্যান্য (১.৯%)
- দুর্নীতির শিকার: ৭৭%
- দুর্নীতির ধরন: অতিরিক্ত টাকা প্রদান (৫৪.১%), টাকা আত্মসাৎ (৪৮.২%), চুক্তি অনুযায়ী কাজ না দেওয়া (১৮.৩%), অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ (১১.৬%), চুক্তি অনুযায়ী বেতন না দেওয়া (১১.১%), ও অন্যান্য ধরনের দুর্নীতি (০.৯%)
- সেবা পাওয়ার জন্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ: গড়ে ১,৯৯,৬৭৬ টাকা
- দুর্নীতির জন্য দায়ী ব্যক্তি: আত্মীয়/ পরিচিত (৫৫.২%), দালাল (২৯.৩%), রিক্রুটিং এজেন্ট (২১.৯%)

খাতওয়ারি দুর্নীতি

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

- সেবা গ্রহণ: ৯.২% থানা; থানা পুলিশ (৭৩.৩%), স্পেশাল ব্রাঞ্চ (১৭.৪%), ট্রাফিক পুলিশ (১০.৯%)
- দুর্নীতির শিকার: ৭৫.৮%; গ্রামাঞ্চলের ৭৯.৩%, শহরাঞ্চলের ৬৯.৬%
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান: হাইওয়ে পুলিশ (৮৮.৯%), ট্রাফিক পুলিশ (৮৮.২%), স্পেশাল ব্রাঞ্চ (৮৩.৬%), থানা পুলিশ (৭৩.৬%)
- দুর্নীতির ধরন: ঘুষ দিতে বাধ্য হওয়া (৮৯%), মিথ্যা মামলায় জড়ানো (১৪.৪%), অসদাচরণ বা ভীতি প্রদর্শন (১৪.৪%), জিডি/ এফআইআর গ্রহণে সময়ক্ষেপণ (১১.৭%)
- নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ: গড়ে ৭,০৮০ টাকা (থানা পুলিশ গড়ে ৭,৯১৩ টাকা, ট্রাফিক পুলিশ গড়ে ৩,০২৫ টাকা)

খাতওয়ারি দুর্নীতি

ভূমি প্রশাসন

- সেবা গ্রহণ: ১৬.৬% খানা
- দুর্নীতির শিকার: ৫৯%
- সেবার ক্ষেত্র: নামজারী (মিউটেশন) (৩৪.৬%), দলিল রেজিস্ট্রেশন (৩০.১%), ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি (২৯.৫%), খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ (১৮.৩%), ভূমি জরিপ (৬.৪%), খাস জমি বন্দোবস্ত (১.৫%), অন্যান্য (যেমন ভূমি অধিগ্রহণ) ক্ষেত্রে (০.৯%)
- দুর্নীতির ধরন: ঘুষ দিতে বাধ্য হওয়া (৯২.৮%), সময়ক্ষেপণ (৩৫.১%), অন্যান্য (স্বজনপ্রীতি, ভীতি প্রদর্শন, অতিরিক্ত অর্থ দাবি করে হয়রানি) (৮.০%)
- নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ: গড়ে ৭,৮০৭ টাকা

খাতওয়ারি দুর্নীতি

বিচারিক সেবা

- সেবা গ্রহণ: ৮.৬% খানা; জজ কোর্ট (৬৭.৫%), ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট (২৪.৯%), বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল (১০.২%), উচ্চ আদালত (০.৫%)
- মামলার ধরন: জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ (৬৫%), মারামারি (৮.৪%), নারী ও শিশু নির্যাতন (৮.৪%), হত্যা (৪.৫%)
- দুর্নীতির শিকার: ৫৭.১%
- দুর্নীতির ধরন: ঘুষ দিতে বাধ্য হওয়া (৬৮%), আইনজীবীর উদ্দেশ্যমূলকভাবে সময়ক্ষেপণ (২৪.৪%), আইনজীবীর অতিরিক্ত টাকা দাবি (১৩.৬%)
- নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ: সার্বিকভাবে গড়ে ১১,৭১১ টাকা; জজ কোর্টে গড়ে ১১,৫২৮ টাকা, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে গড়ে ৯,৫২৯ টাকা, বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনালে গড়ে ৮,২৬৮ টাকা

খাতওয়ারি দুর্নীতি

স্বাস্থ্য

- সেবা গ্রহণ: ৭৯.৯% খানা; সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০.২%
- দুর্নীতির শিকার: ৪০.২%
- নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ: ২১.৫% খানা; অর্থের পরিমাণ খানাপ্রতি গড়ে ২৫৮ টাকা
- সেবা ভেদে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার: অ্যান্ডুলেস (৩২.৬%); ট্রলি ব্যবহার (২০.০%); ব্যান্ডেজ/ড্রেসিং (১৭.৩%), প্রসূতি সেবা (১৭.০%); ইনজেকশন পুশ (১২.১%), অপারেশন (১২.১%), বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা (১১.৪%), শয্যা/কেবিন (১০.৪%), টিকিট ক্রয় (৯.৩%) ও ডাক্তার দেখানো (৮.৭%)
- দালাল দ্বারা হয়রানির শিকার: সর্বোচ্চ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (১৭.৩%)

খাতওয়ারি দুর্নীতি

শিক্ষা

- সেবা গ্রহণ: ৭১.২% খানা
- দুর্নীতির শিকার: ৪০.১%; নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ: ৩০.৭%
- স্তর ভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার: প্রাথমিক (৪৪.১%), মাধ্যমিক (৫%), উচ্চ মাধ্যমিক (৪.৬%), স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (৪.২%)
- প্রতিষ্ঠানের ধরন ভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার: সরকারি (৫৯.৬%), বেসরকারি রেজিস্ট্রার্ড (১৩.২%), প্রাইভেট (৭.৭%), এনজিও (৮.২%)
- নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ: সার্বিকভাবে গড়ে ১০০ টাকা, গ্রামাঞ্চলে ৮২ টাকা ও শহরাঞ্চলে ১৬৪ টাকা; প্রাথমিক স্তরে গড়ে ৬১ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে গড়ে ৩১৬ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১০১৪ টাকা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৪২৯ টাকা; সবচেয়ে বেশি নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ পরীক্ষার নিবন্ধনের জন্য (গড়ে ৩৩১ টাকা)
- সেবা ভেদে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের হার: পরীক্ষার ফি (৭৭.২%), ভর্তি/ পুনঃভর্তি ফি (২০.৩%), বই বিতরণ (১৪.৯%), বিবিধ অনুষ্ঠান (১৫.৭%), উপবৃত্তির টাকা প্রাপ্তি (১১%), ভর্তির সুযোগ পাওয়া (৯.৯%)

খাতওয়ারি দুর্নীতি

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

- সেবা গ্রহণ: ৪৭.৬% খানা
- দুর্নীতির শিকার: ৩০.৯%
- দুর্নীতির ধরন: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (২৫.৫%), দায়িত্বে অবহেলা (৪.৯%), প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ (২.৮%), আত্মসাৎ (১.১%), প্রতারণা (১%)
- সেবা ভেদে দুর্নীতি: সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি (৩৫.৮%); সনদ সংগ্রহ (৩৫.৭%); বিচার ও সালিশ (৩৪.১%), ট্রেড লাইসেন্স (১৬.৬%), অন্যান্য (পানি সেবা, পণ্য শুল্ক, প্ল্যান পাশ, অটো লাইসেন্স) (২৪.৮%)
- নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ: সার্বিকভাবে গড়ে ৩৯৬ টাকা; বিচার ও সালিশ (গড়ে ৪,৫২১ টাকা), সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি (গড়ে ১০৪৮ টাকা), ট্রেড লাইসেন্স (গড়ে ৪৫৬ টাকা), সনদ (গড়ে ৯৪ টাকা), অন্যান্য (গড়ে ২,৯১৬ টাকা)

খাতওয়ারি দুর্নীতি

কৃষি

- সেবা গ্রহণ: ৩২% খানা
- দুর্নীতির শিকার: ২০.৪%
- দুর্নীতির ধরন: অতিরিক্ত টাকা দিতে বাধ্য হওয়া (৮০.১%), নিম্নমানের বীজ সরবরাহ (১১.৫%), সময়মত সার/ বীজ না পাওয়া (৯.৬%), ব্লক সুপারভাইজার সময়মত পরামর্শ না দেওয়া (৬.৩%), রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার (০.৩%), প্রদর্শনী খামার অন্তর্ভুক্তিতে স্বজনপ্রীতি (০.৫%), অন্যান্য (৪.১%)
- নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ: সেবাগ্রহীতাদের ১৬.২%
- অর্থের পরিমাণ: সার্বিকভাবে গড়ে ২৪৫ টাকা, সার (গড়ে ২৭৬ টাকা), বীজ (গড়ে ১৮৩ টাকা), ভর্তুকি (গড়ে ১৬৬ টাকা)

খাতওয়ারি দুর্নীতি

বিদ্যুৎ

- সেবা গ্রহণ: ৪৫.৫% খানা
- দুর্নীতির শিকার: ১৮.৩%
- প্রতিষ্ঠান ভেদে দুর্নীতির শিকার: বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (২১.৯%), পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (১৭%), ডিপিডিসি (১৪.২%), ওজোপাডিকো (১৩.৫%), ডেসকো (১১.৩%)
- দুর্নীতির ধরন: ঘুষ/ অতিরিক্ত অর্থ (৬৮.৮%), সময়ক্ষেপণ (৩৩.৭%)
- নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ: সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ১২%
- নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ: সার্বিকভাবে গড়ে ১,৭২৫ টাকা

খাতওয়ারি দুর্নীতি

কর ও শুল্ক

- সেবা গ্রহণ: ২.৫% খানা
- দুর্নীতির শিকার: ১৬.৮%
- দুর্নীতির ধরন: নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (৭১.৯%), অযথা সময়ক্ষেপণ (৩৬.৩%), অন্যান্য (বেশি কর নির্ধারণ, ক্ষমতার অপব্যবহার) (১৭.৭%)
- নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ: সার্বিকভাবে গড়ে ৩,৪৮২ টাকা

খাতওয়ারি দুর্নীতি

ব্যাংকিং

- সেবা গ্রহণ: ৪৪.৫% খানা
- দুর্নীতির শিকার: ৭.১%
- প্রতিষ্ঠান ভেদে দুর্নীতির শিকার: সরকারি তফসিলি ব্যাংক (৬২.১%), কৃষি ব্যাংক (৩২.৮%), বেসরকারি ব্যাংক (৭.৭%)
- দুর্নীতির ধরন: সেবা পেতে ঘুষ (৬০.৬%), অতিরিক্ত সময় (৩৬.২%), সেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে অসহযোগিতা (১৪.৮%), আংশিক/ ভুল তথ্য দিয়ে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করা (১.৫%), বিভিন্ন ধরনের কাগজ ও দলিল জমা দেওয়ার জন্য চাপ (১.৬%)
- অর্থের পরিমাণ: সার্বিকভাবে গড়ে ২,৩১৮ টাকা; গ্রামাঞ্চলে ২,৩৭৯ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১,৯৬৩ টাকা

খাতওয়ারি দুর্নীতি

বীমা

- সেবা গ্রহণ: ২৪.২% খানা
- দুর্নীতির শিকার: ৬%; বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির শিকার ৯৪.৩%
- সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি: জীবন বীমা (৭৮.৯%), স্বল্পায় বীমা (২০.৩%), অন্যান্য (০.২%)
- দুর্নীতির ধরন: কিস্তির টাকা আত্মসাৎ (৫৫%), বিভিন্ন সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে বীমা করানোর পরও সেসব সুবিধা না দেওয়া (৪৭.৮%), বীমার হিসাব খোলার সময় বিভিন্ন শর্ত সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না করা (২৬.১%), বীমার দাবি পরিশোধে অতিরিক্ত সময় নেওয়া (১৭.১%), ঘুষ (৫.৯%), সম্পূর্ণ টাকা না দেওয়া (৫.৪%)
- অর্থের পরিমাণ: সার্বিকভাবে গড়ে ৯,২২২ টাকা; গ্রামাঞ্চলে গড়ে ১১,২৪০ টাকা, শহরাঞ্চলে গড়ে ৪,৪৬৯ টাকা

খাতওয়ারি দুর্নীতি

এনজিও

- সেবা গ্রহণ: ৩৭.৯% খানা; ক্ষুদ্র ঋণ নিয়েছে ৮৫.১% খানা
- দুর্নীতির শিকার: ৫% খানা; জাতীয় পর্যায়ে এনজিও (৬৮%), গ্রামীণ ব্যাংক (২১.৭%), স্থানীয় পর্যায়ে এনজিও (১৭.৯%)
- নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ: ১.৬%
- অর্থের পরিমাণ: সার্বিকভাবে গড়ে ৮৩১ টাকা
- ঋণের টাকা যথার্থ কারণে ব্যয় হয়েছে কিনা তার ওপর এনজিও পরিবীক্ষণ: ৫৯.৬% খানায় পরিবীক্ষণ হয়নি

খাতওয়ারি দুর্নীতি

অন্যান্য

- সেবা গ্রহণ: ১৩.৭% খানা
- সেবা খাতের ধরন: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি (৪.৪%), পাসপোর্ট (২.৯%), বিআরটিএ (২.৯%), ওয়াসা (১.৯%), ডাক বিভাগ (১.৫%), পেনশন (০.৪%), বিটিসিএল (০.৩%), গ্যাস (০.৩%), রেলওয়ে (০.২%), অন্যান্য (০.৮%)
- দুর্নীতির শিকার: ৪১.১%
- খাত-ভিত্তিক দুর্নীতির শিকার: বিআরটিএ (৬৫.৫%), পাসপোর্ট (৬০.৯%), বিটিসিএল (৫৯.৭%), পেনশন (৩৯%), গ্যাস (২৭.৩%), বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি (২২%), ডাক বিভাগ (১৮%), ওয়াসা (৭.১%), অন্যান্য (৭৫.৭%)
- নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ: ৩৪% খানা
- অর্থের পরিমাণ: সার্বিকভাবে গড়ে ১০,১৯৩ টাকা

জরিপে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য তথ্য

- জরিপের নির্ধারিত সময়ে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের ৯৯.৭% খানা কোনো না কোনো খাত বা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়েছে; সর্বাধিক সেবা গ্রহণের খাত স্বাস্থ্য (৭৯.৯%) ও শিক্ষা (৭১.২%)
- সেবা গ্রহণকারী খানার ৬৩.৭% সেবা গ্রহণ করার সময় কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার; সার্বিকভাবে গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি (বীমা, ভূমি প্রশাসন, ব্যাংকিং)
- সেবা গ্রহণের প্রেক্ষিতে সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত শ্রম অভিবাসন (৭৭%); এর পরেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৫.৮%), ভূমি প্রশাসন (৫৯%) ও বিচারিক সেবা (৫৭.১%)
- সেবা গ্রহণের সময় বাংলাদেশের ৫৩.৩% খানাকে কোনো না কোনো খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে; এসব খানার নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের গড় ১৩,০৮৪ টাকা; জরিপকৃত খানা প্রতি নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের গড় ৬,৯০০ টাকা
- জাতীয়ভাবে প্রদত্ত মোট নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ২১,৯৫৫.৬ কোটি টাকা

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: কিছু পর্যবেক্ষণ

- ২০১০ এর তুলনায় ২০১২ সালে স্বাস্থ্য খাত ছাড়া প্রায় প্রতিটি খাতেই দুর্নীতি ও হয়রানি কমেছে
- সার্বিকভাবে দুর্নীতির প্রকোপ কমানোর সম্ভাব্য কারণ
 - জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি
 - ডিজিটাইজ করার মাধ্যমে সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর করা (বিচারিক সেবা, ভূমি, কর ও শুল্ক, ব্যাংকিং, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান)
 - সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতিবিরোধী প্রশিক্ষণ
 - কোনো কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন
 - নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও এনজিও'র স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের কারণে সরকারি সেবা খাতে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানোর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি
- সেবা গ্রহণের সময় দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার কমলেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বেড়েছে (ব্যাংক, বীমা, ভূমি, আইন-শৃঙ্খলা, বিচারিক সেবা) - কারণ দুর্নীতির জন্য ঝুঁকি বাড়া, মূল্যস্ফীতি এবং মধ্যস্থত্বভোগীর ভূমিকা

ক. প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য

১. দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ
২. দুর্নীতির বিরুদ্ধে দক্ষতা বৃদ্ধি
৩. নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন
৪. প্রণোদনা
৫. সেবা খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি
৬. ‘তথ্য অধিকার আইন ২০০৯’ ও ‘তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন ২০১১’ এর কার্যকর বাস্তবায়ন
৭. নাগরিক সনদের বাস্তবায়ন
৮. সেবা প্রদান পর্যায়ে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

খ. নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে উদ্যোগ

৯. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

১০. দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রণালয়ের তদারকি বৃদ্ধি

১১. জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন বাস্তবায়ন

১২. স্বাধীন ও শক্তিশালী দুদক

গ. সচেতনতা, প্রচারণা ও অ্যাডভোকেসি

১৩. নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বৃদ্ধি

১৪. গণমাধ্যমের ভূমিকা বৃদ্ধি

১৫. অব্যাহত গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসি

সর্বোপরি কারও প্রতি ভয়, করুণা ও পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে
লড়াইয়ে সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে

ধন্যবাদ